দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪২৫৭ কোটি টাকা

গত ১লা জানুয়ারী তারিখে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের দায়-দায়িত্বের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ২৫৭ কোটি ১২ লাখ টাকা। এছাড়া বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রদত্ত ঋণের ২ হাজার ৩৪৫ কোটি ৮১ লাখ টাকা অব্যয়িত অবস্থায় ছিল। এই অব্যয়িত অংশ ব্যয় হওয়ার পর বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের দায়-দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

অর্থ মন্ত্রীর পক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দিন মাহতাব গতকাল সংসদকে এ তথ্য জানান।

বিএনপির জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী আরো জানান যে, বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ কত টাকা প্রদান করতে হয় তা নির্ভর করে প্রকৃত ব্যয়িত ঋণের পরিমানের ওপর। গত অর্থ বছরে (৭৯-৮০) বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ ৬৯ কোটি ৬৬ লাখ টাকা ধরা হয়। এ বছর (৮০-৮১) ধরা হয়েছে ৮১ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

বৈদেশিক ঋণ মওকুফ প্রসঙ্গে জনাব আদেলের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান যে, এ পর্যন্ত ৮টি দাতা দেশ ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, সুইডেন সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য ৬০৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের অর্থাৎ ৯৪১ কোটি ৬২ লাখ টাকার ঋণ (অব্যয়িত অংশ সমেত) মওকুফ করে দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের (মা) জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান ৭৯-৮০ সালে ৭৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ পাওয়া যাবে ধরা হয়েছিল। ঐ অর্থ বছরের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৪০৭ দশমিক ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৬৩২ কোটি টাকা) ঋণ পাওয়া যায়। এটা মোট প্রার্থিত ঋণের শতকরা ৫৪ ভাগ।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ। আইডিএলের মওলানা মহাম্মদ আব্দুর রহীমের প্রশ্নের লিখিত জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান: ৭৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ৮০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য (কনভার্টিবল) বৈদেশিক মুদ্রার মাসওয়ারী মওজুদের পরিমাণ ছিলো নিম্নরূপ—৩১ ডিসেম্বর: ৬৩৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা. ৩১শে জানুয়ারী: ৭২৪ কোটি ৭৯ লাখ ২৯শে ফেব্রুয়ারী: ৭১৬ কোটি ৭১ লাখ লাখ টাকা ৩১ মার্চ:

কোটি টাকা

(১১-এর পৃঃ পর)

৬০৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা ও ৩০শে এপ্রিল: ৫৪৬ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকের ঋণ। জাসদের জনাব আব্দুর রশিদ ইঞ্জিনীয়ারের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান যে, ৭৯ সালের জুলাই থেকে ৮০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেসরকারী খাতে মোট ৩৪৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে। এসময়ে ব্যাংকগুলো সরকারী খাতে মোট ৬৫৭ কোটি ২১ লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে।

কৃষি ঋণের পরিমান। আইডিএলের জনাব মোজাম্মেল হকের প্রশ্নের লিখিত জবাবে মন্ত্রী জানান যে ৭৯-৮০ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সর্বমোট ১৬৬ কোটি ২৭ লাখ টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। কৃষি সমবায় ব্যাংক এ সময়ে সুদ বাবদ ৩ কোটি ৯৪ লাখ ৮৪ হাজার ৬৫৭ টাকা আদায় করেছে। ৭৯ সালের শেষে ৬টি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকের মোট লাভ হয়েছে ৩২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।

আওয়ামী লীগের (মা) কর্নেল (অব) এম আনোয়ারুল্লাহর প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান: ৭৯-৮০ সালে পাট চাষীদের জন্যে মোট ৩৪ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছিলো। গত ১৩ই জুন পর্যন্ত বরাদ্দকৃত ঋণের মোট ১৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা বিলি করা হয়।